দৈনিক ইত্তেফাক

৪/১০/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৫......

অবসরপ্রাপ্তদের অধ্যক্ষ নিয়োগ করা প্রসঙ্গে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়াধীন ডিগ্রী কলেজগুলিতে অধ্যক্ষ নিয়োগের ধারিত নিয়োগ বিধি রহিয়াছে। উক্ত ধি মোতাবেক জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি দান করিয়া নির্ধারিত শিক্ষাগত াগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ধারিত নির্বাচনী বোর্ডে সাক্ষাৎকার দানের মাধ্যমে নির্বাচিত হইয়া জাতীয় শ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের র্বানুমতি লাভের পরই কেবল গভর্নিং ডির সভাপতি কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি ধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগপত্র লাভ করিতে ারেন। এক্ষেত্রে সরকারী বা বেসরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত (নির্ধারিত বয়সোত্তীর্ণ) ব্যক্তিদের উক্ত নির্ধারিত নিয়োগ বিধি মোতাবেক অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ লাভের আদৌ কোন অবকাশ নাই। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতীত এবং পত্রিকান্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা ছাড়াই দেশের অনেক ডিগ্রী কলেজে এলপিআর বা সার্ভিসে থাকাকালীনই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নিয়োগপত্র লাভ করিয়া ডিগ্রী কলেজগুলিতে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন। অর্থাৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতেই সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডি অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দিতেছেন। মূলত এই ধরনের নিয়োগের পিছনে অর্থ, রাজনৈতিক আনুকূল্য ও প্রভাবই মুখ্য কারণ, যাহা কখনও কাম্য হইতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষগণ কলেজ চালান অভিনব প্রক্রিয়ায়। বাহ্যিক রাজনৈতিক প্রভাব ও শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি করিয়া রাখা তন্মধ্যে অন্যতম। কারণ, তাহাদের মুখ্য লক্ষ্য থাকে চাকুরী রক্ষা করা যাহাতে অর্থ প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত না হয়। তাই উক্ত লক্ষ্য হাসিলের মানসিকতা পোষণ করিয়াই তাহারা সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই কলেজের প্রশাসন ও শিক্ষার পরিবেশ উভয়ই বিঘ্নিত হয় এবং কলেজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয় বাধাগ্রস্ত। দেশে যেখানে নির্ধারিত বয়স সীমাধীন প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব নাই, কর্মসংস্থান এবং পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি ও ব্যবস্থা করা যেখানে সরকারের অঙ্গীকার, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধ্যক্ষ নিয়োগ করিলে নিয়োগ বিধিও যে ক্ষেত্রে উপেক্ষিত ও অকার্যকর হয়, সেখানে শিক্ষা ও জাতীয় স্বার্থেই উক্ত প্রক্রিয়ায় অধ্যক্ষ নিয়োগ করা যে কোন যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য নয় এবং ইহাকে মূলত এক প্রকার নিয়োগ প্রহসন বলা চলে। এরূপ নিয়োগ প্রহসন বন্ধ হওয়া উচিত। যথার্থ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিলে এমন অনেক ডিগ্রী কলেজেরই সন্ধান মিলিবে, যেখানে উক্তরূপে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে এবং সারা দেশে এই সংখ্যা অবশ্যই শতাধিক হইবে। ইহা হইতে সহজে অনুমেয় যে, দেশের ডিগ্রী কলেজগুলিতে সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডি যথাযথভাবে অধ্যক্ষ নিয়োগবিধি অনুসরণ করিতেছেন কিনা তাহা প্রত্যক্ষ করার বা জবাবদিহিতা আদায়ের কোন কার্যকর ব্যবস্থা নাই। পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করি।

জনৈক সিনিয়র প্রভাষক।